পিপিআর রোগের সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি

ভূমিকা

পিপিআর ছাগলের একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের মৃত্যুর হার শতকরা ৫০-৮০ ভাগ। পিপিআর ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। তবে অ্যান্টিবায়োটিক হাইপার ইম্মিউন সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতিটি পিপিআর রোগের চিকিৎসায় বিশেষ কার্যকর। পিপিআর রোগ থেকে সেরে ওঠা অথবা টিকা প্রদানকৃত ছাগল থেকে (রোগ সারার বা টিকা প্রদানের ২১-২৮ দিন পর) সিরাম সংগ্রহ করে এই বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

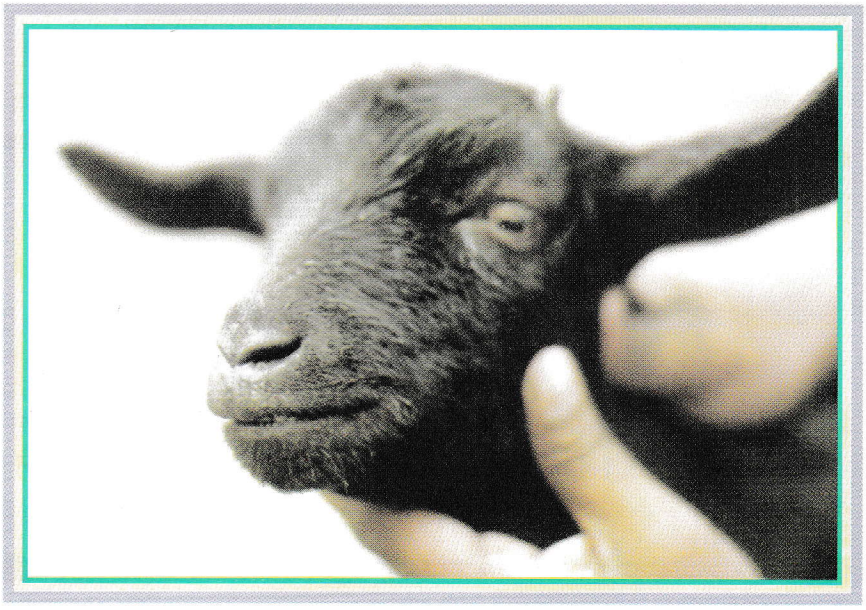

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- ছাগলের পিপিআর রোগের জন্য এটি একটি বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ।
- এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে শতকরা ৫০ থেকে ৯০ ভাগ আক্রান্ত ছাগল সুস্থ হয়ে ওঠে।
- সরকারি ও সংগঠিত বাণিজ্যিক খামারগুলোর জন্য এই চিকিৎসা পদ্ধতি কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

ব্যবহার নির্দেশিকা

- রোগের অবস্থা বা পর্যায় বুঝে এই সমন্বিত পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে হয়।
- ছাগলের ডায়রিয়া পর্যায় চলমান অবস্থায় অ্যান্টিসিরাম ১০ মিলি পর পর তিন দিন শিরায়

প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি ১০ কেজি ওজনের জন্য প্রথমদিন এক মিলি অক্সিটেট্রাসাইক্লিন এল এ এবং এর দুই দিন পর ২য় ডোজ। ডায়রিয়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত স্ট্রিনাসিন (৫০০ মি. গ্রা.) এবং অ্যামোডিস (৪০০ মি. গ্রা.) এবং ইন্টোভেট ট্যাবলেট এক সাথে মিশিয়ে দিনে দুইবার খাওয়াতে হবে। এছাড়াও পরিমাণ মত ওরাল স্যালাইন খেতে দিতে হবে।

- শুধুমাত্র নিউমোনিয়া লক্ষণযুক্ত অবস্থায় এন্টিসিরাম ১০ মিলি পর পর তিন দিন শিরায় দিতে হবে। একই প্রকার এন্টিবায়োটিক ১ মিলি/১০ কেজি শরীরের ওজন অনুযায়ী প্রথম ডোজের ২ দিন পর ২য় ডোজ দিতে হবে।

- তীব্র জ্বর, চক্ষু ও নাক দিয়ে তরল নিঃসরণরত অবস্থায় অ্যান্টিসিরাম ১০ মিলি পর পর তিন দিন শিরায় দিতে হবে। এর সাথে একই প্রকার এবং একই পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে।

- রোগাক্রান্ত পশুর সংগে একই শেডে বসবাসরত পশুর ক্ষেত্রে ১০ মিলি অ্যান্টিসিরাম পর পর দুই দিন শিরায় দিতে হবে এবং উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী এক ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে।

উপকারিতা

- পিপিআর আক্রান্ত শতকরা ৯০ ভাগ পশুকে এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করে সুস্থ করে তোলা যায়।

- এই তীব্র মরণব্যাধি শুধুমাত্র বাজারে প্রাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে ঠেকানো যায় না বলে এতে অ্যান্টিসিরামও যুক্ত করা হয়েছে, যা রোগের তীব্রতা কমিয়ে রোগ দমনে সহায়তা করে প্রাণীকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যায়।

- পদ্ধতিটি দ্রুত কার্যকরি বলে পিপিআর রোগে যে দ্রুত গতিতে পশু মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় তা রোধ করে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক ঃ ড. বিজন কুমার শীল
ড. এম, জে, এফ, এ, তৈমুর ও ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন